সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ইবিতে সব সনদপত্র উত্তোলন ফি বৃদ্ধি : অসন্তোষ

প্রতিনিধি, ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র, সনদপত্র, এম ফিল সাময়িক সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপটসহ নামে বেনামে বিভিন্নখাতে ফি বৃদ্ধি করেছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৩ তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অতিরিক্ত টাকা নিলেও সনদের মান বা সেবার কোন পরিবর্তন হয় নি বলে জানা গেছে। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত সূত্রে জানা যায়, গত ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৩ তম সিন্ডিকেট সভায় প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, মূল নম্বরপত্র, মূল সনদপত্র, এম ফিল সাময়িক ও মূল সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপটসহ স্নাতক, স্নাকোত্তর, এম ফিল ও পিএইচডির সকল সনদ পত্রাদি উত্তোলনের ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর আগে ২০০৪ সালের ১লা জুলাই এ সকল ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রভিশনাল সার্টিফিকেট সাধারণ (১৫ দিনের মধ্যে) ১৫০ এবং জরুরী (৫ দিনে) ৩০০ টাকা করা হয়েছে। যা আগে ছিল ১০০ এবং ২০০ টাকা। মূল নম্বরপত্র উত্তোলনে সাধারণ ১০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ এবং জরুরীতে ১৫০ টাকার পরিবর্তে ২২৫ টাকা করা হয়েছে। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মূল সনদে সাধারণ ও জরুরীতে যথাক্রমে ১০০ এবং ১২৫ টাকা বৃদ্ধি করেছে প্রশাসন। ট্রান্সক্রিপ্টে সাধারণে ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৪০০ এবং নতুন করে জরুরীতে ৭০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে এম ফিল পরীক্ষার ফিতে ১০০০ এবং পিএইচডি পরীক্ষার ফিতে ১৫০০ টাকা বৃদ্ধি করেছে কর্তৃপক্ষ। একই ভাবে নাম সংশোধন ফি, সনদ সংশোধন ফি, ডুপ্লিকেট সনদ বা নম্বরপত্র, পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ প্রদান ফিসহ মোট ১৮ খাতে ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী জুবায়ের হোসেন বলেন, 'এদিকে বিভিন্ন খাতে ফি বৃদ্ধি করলেও সেবা বা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয় প্রত্যেকটি কাজের জন্য। ফি বৃদ্ধির সাথে সাথে সদন পত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদির মান বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী। আমাদের সকল প্রকার সনদের মান খুবই বাজে। এছাড়াও এখনো আমরা অ্যানালগ জুগেই রয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন এখন বাস্তবে রুপ নিলেও তার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া পড়েনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দপ্তরে।'

এ বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি রেজুয়ান আহমেদ বলেন," শিক্ষা সকল নাগরিকের অধিকার। এটা কখনো ব্যবসায়িক খাত হতে পারে না। প্রশাসন শিক্ষাকে ব্যবসার খাতে পরিণত করেছে। সেবার মান বৃদ্ধি না করে ফি বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই। বর্ধিত ফি না কমালে আমারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্দোলনে যাবো।"